দুআ বিশ্বকোষ

(প্রয়োজনীয় সকল দুআ, যিকির, আমল ও মাসনুন ওজিফার সংকলন)

[আরবি উচ্চারণসহ]

মূল

ইমাম নববি ﵀

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল জাযারি শাফিয়ি ﵀

শাইখ সাঈদ ইবনু আলি কাহতানি ﵀

সংকলক

মাওলানা আবদুল্লাহ জোবায়ের

সম্পাদনা

দারুল ফালাহ সম্পাদনা পরিষদ

পরিমার্জন ও সংযোজন

মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ

মাওলানা মুহাম্মাদ রাকিবুল ইসলাম

دار الفلاح

দারুল ফালাহ

সূচিপত্র

পূর্বকথা ৩১

বাংলা উচ্চারণ : প্রসঙ্গ কথা ৩৫

উচ্চারণ নির্দেশিকা ৩৭

দুআ ও যিকিরের পরিচয় ৩৮

- দুআ কেন করব ৩৮
- দুআর গুরুত্ব ও ফজিলত ৪০
- যিকিরের গুরুত্ব ও ফজিলত ৪১
- যিকিরের মাধ্যমে দিল নরম হয় ৪৩

দুআ করার আদব ৪৬

- ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা ৪৬
- আল্লাহর ওপর আস্থা রাখা ৪৬
- বিনীতভাবে দুআ করা ৪৬
- একাগ্রতা নিয়ে দুআ করা ৪৭
- দুআর শুরুতে যা পড়তে হবে ৪৭
- সকল অবস্থায় দুআ করা ৪৮
- অভিশাপ না দেওয়া ৪৮
- মৃদু শব্দে দুআ করা ৪৮

কাকুতি-মিনতি করা ৪৯
ইয়া যাল-জালালি ওয়াল ইকরাম বলা..... ৪৯
ওসিলা দিয়ে দুআ করা ৪৯
ইসমে আজম দিয়ে দুআ করা ৫২
নিজের গুনাহের স্বীকারোক্তি..... ৫৩
কৃত্রিম ছন্দ পরিহার করা..... ৫৪
তিনবার করে চাওয়া..... ৫৫
কিবলামুখী হয়ে দুআ করা..... ৫৫
হাত ওঠানো ৫৫
ওজু করে নেওয়া..... ৫৫
আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করা ৫৬
নিজের অভাব অনুযোগ তুলে ধরা..... ৫৬
নিজেকে দিয়ে শুরু করা..... ৫৭
অতিরঞ্জিত না করা ৫৭
হারাম থেকে বেঁচে থাকা ৫৭
অপরের জন্য দুআ করা ৫৮
কেবল আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করা ৫৮
সংকীর্ণ মানসিকতা পরিহার করা ৫৯
দুআতে আমিন বলা..... ৫৯
চেহারায় হাত মোছা..... ৬০

যিকিরের আদব..... ৬১

যিকিরের রুটিন ৬১
নির্ধারিত ওজিফা মিস না করা ৬১
মন দিয়ে যিকির করা ৬২

পাক-পবিত্র থাকা ৬২
যিকিরে কখন বিরতি দিবে ৬২

দুআ কবুলের সময় ৬৩

রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রম হলে ৬৩
শেষরাতের দুআ ৬৩
রাতের বিশেষ সময় ৬৩
রাতে জেগে নির্দিষ্ট দুআ পড়ার পর ৬৪
জুমুআর দিনের বিশেষ সময় ৬৫
আরাফার দিন ৬৫
ওজু করার পর ৬৬
আযানের সময় ৬৬
আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় ৬৬
ইকামত চলাকালীন ৬৭
জিহাদের ময়দানে ৬৭
ফরজ নামাজের পর ৬৭
নামাজের শুরুতে তাকবির বলার সময় ৬৮
সূরা ফাতিহা শেষ করে ৬৮
রুকু থেকে ওঠার পর ৬৯
সিজদারত অবস্থায় ৬৯
রমজান মাসে ৬৯
মহিমান্বিত কদরের রাতে ৬৯
যিলহজের প্রথম দশকে ৭০
কুরআন খতম করার পর ৭০
দুআ ইউনুস পাঠের পর ৭১

জমজমের পানি পান করার সময় ৭১
বৃষ্টির সময়..... ৭২
ইফতারের সময় ৭২
অসুস্থতা ও মৃত্যুর সময়..... ৭২

দুআ কবুলের স্থান ৭৪

কাবার অভ্যন্তরে..... ৭৪
সাফা এবং মারওয়াতে..... ৭৪
মাকামে ইবরাহীমে ৭৫
মাশআরুল হারামের কাছে ৭৫
কঙ্কর নিক্ষেপের স্থানে..... ৭৫
যিকিরের মজলিসে..... ৭৬

যাদের দুআ কবুল হয় ৭৮

নিরুপায় ব্যক্তির দুআ.....৭৮
মজলুমের দুআ ৭৮
মুসাফিরের দুআ..... ৭৯
সন্তানের জন্য পিতার দুআ..... ৭৯
রোজাদারের দুআ ৭৯
ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ ৭৯
নেককার লোকের দুআ..... ৮০
মা-বাবার সাথে উত্তম আচরণকারী..... ৮০
অনুপস্থিত মুসলিমের জন্য দুআ..... ৮১

দুআ কবুল না হওয়ার কারণ.....৮২

হারাম উপার্জন..... ৮২

তাড়াহুড়া ও নাফরমানি করা ৮৩
ফরজ দায়িত্ব বর্জন ৮৩
দুআর বদলায় অন্যকিছু দেওয়া হয় ৮৪

প্রাত্যহিক দুআ ও যিকির ৮৫

টয়লেটে ঢোকার সময় ৮৫
টয়লেট থেকে বের হওয়ার পর ৮৬
গোসলখানায় ঢোকার সময় ৮৭
ওজুর শুরুতে যে দুআ পড়বে ৮৭
ওজু শেষ করার পর ৮৭
তাহিয়্যাতুল ওজু ৮৯
গোসল করার সময় যে দুআ পড়বে ৯০
মুসলিমদের নাপাকি বাহ্যিক ৯০
হায়িজ শেষে পবিত্রতা অর্জন ৯০
তায়াম্মুম করার দুআ ৯১

নামাজের যিকির-আযকার ৯২

মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় ৯২
পথিমধ্যে যে দুআ পড়বে ৯২
মসজিদে প্রবেশ এবং বের হওয়ার আদব ৯৪
মসজিদে অবস্থানকালে দুআ ৯৮
দুখুলুল মসজিদ ৯৯
মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা দিলে ১০০
বেচাকেনা হতে দেখলে ১০০
আযানের গুরুত্ব ১০০
মুয়াযযিনের ফজিলত ১০১

আযান ও ইকামাতের পদ্ধতি..... ১০১
ফজরের আযানের বাড়তি অংশ ১০৫
আযানের জবাব ১০৫
আযান-পরবর্তী দুআ..... ১০৬
ইকামতের জবাব..... ১০৯
নামাজের কাতারে পৌঁছে যে দুআ পড়বে..... ১১০
নামাজ শুরু করার সময় ১১০
নামাজ শুরুর যিকির..... ১১১
প্রতিবার ওঠানামা করার সময় ১১১
তাকবিরে তাহরিমার পর ১১১
নফল নামাজের শুরুতে ১১৩
সানার পরে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া..... ১১৬
সূরা ফাতিহা শেষে আমিন বলা ১১৬
রুকুর তাসবিহ ১১৭
নফল নামাজের রুকুতে দুআ..... ১১৭
রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে..... ১১৯
নফল নামাজের রুকু থেকে মাথা তুলে ১২১
সিজদার তাসবিহ..... ১২৩
সিজদাতে পঠিত মাসনুন দুআ..... ১২৩
তিলাওয়াতের সিজদায় যে দুআ পড়বে..... ১২৭
দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দুআ ১২৯
তাশাহহুদের বৈঠক..... ১৩০
তাশাহহুদের পর দরুদে ইবরাহীম..... ১৩৪
শেষ বৈঠকের দুআ..... ১৩৫

ধীরস্থিরভাবে নামাজ আদায় করা ১৪২
নামাজের মধ্যে শয়তান কুমন্ত্রণা দিলে ১৪২
বিতরের দুআ কুনুত ১৪৩
কুনুতে নাযিলা ১৪৪

নামাজ-পরবর্তী দুআ ও যিকির ১৪৯

তিনবার ইস্তিগফার ১৪৯
আয়াতুল কুরসী ১৪৯
মহান আল্লাহর প্রশংসা ১৫০
কিছু মাসনুন ওজিফা ১৫২
দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি চাওয়া ১৫৪
কবরের আযাব ও জাহান্নাম হতে পানাহ ১৫৫
বিভিন্ন ফিতনা থেকে আশ্রয় ১৫৫
অশ্লীলতা থেকে মুক্তি ১৫৭
বিপথগামী হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ১৫৭
কিয়ামতের দিনের আযাব থেকে পানাহ ১৫৮
বিভিন্ন কল্যাণকর বিষয় চাওয়া ১৫৯
ফজর নামাজের পর ১৫৯
মাগরিব নামাজের পর ১৬১
বিতর নামাজের পরে যে দুআ করবে ১৬২

বিভিন্ন নামাজের বিবরণ ১৬৪

ফজরের সুন্নতে যে সূরা পড়া যায় ১৬৪
জুমুআর দিন ফজরের কিরাত ১৬৪
অন্যান্য ফরজ নামাজের কিরাত ১৬৪
জুমুআ ও ঈদের নামাজের সূরা ১৬৫

মাগরিবের সুন্নত নামাজের কিরাত..... ১৬৫
ইশরাকের নামাজ ১৬৫
চাশতের নামাজ..... ১৬৬
যাওয়ালের নামাজ ১৬৭
তাওবার নামাজ..... ১৬৭
সালাতুল হাজত ১৬৮
ইসতিখারার নামাজ এবং দুআ ১৬৮
সালাতুত তাসবিহ..... ১৭৫
সূর্যগ্রহণের নামাজ (সালাতুল কুসূফ) ১৭৭
চন্দ্রগ্রহণের নামাজ (সালাতুল খুসূফ) ১৭৮
বৃষ্টির নামাজ বা সালাতুল ইসতিসকা..... ১৭৮
বৃষ্টির নামাজের দুআ..... ১৭৮

পানাহার-সংক্রান্ত দুআ..... ১৮১

খাবার সামনে এলে পড়বে ১৮১
খাওয়ার শুরুতে দুআ..... ১৮২
পানীয় পান করার সময় ১৮৩
জমজমের পানি পান করার আদব ১৮৩
খাওয়ার শুরুতে দুআ পড়তে ভুলে গেলে..... ১৮৪
সংক্রামক রোগীর সাথে খেতে বসে দুআ করা ১৮৫
ইফতারের সময় যে দুআ পড়বে..... ১৮৫
খাবার উপস্থিতকারীর জন্য দুআ করা..... ১৮৭
খাবার শেষ হলে দুআ করা..... ১৮৭
দস্তরখানা তুলে নেওয়ার পর ১৯০
মেজবানের জন্য মেহমানের দুআ করা ১৯১

কেউ পানীয় প্রদান করলে..... ১৯৩

সকাল-সন্ধ্যার যিকির ১৯৫

দিনের প্রথমাংশে নামাজ পড়া ১৯৫

বিভিন্ন সময়ের ওজিফা ১৯৬

জুমুআর দিন দুআ করা ১৯৯

সকাল-সন্ধ্যার যিকির.....২০০

শুধু সকালে পঠিতব্য দুআ.....২১৯

সূর্যোদয়ের সময় যে দুআ পড়বে ২২৪

সূর্যোদয়ের পর ২২৫

কেবল সন্ধ্যাবেলায় যে দুআ পড়বে.....২২৫

সন্ধ্যা-রাতে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকা..... ২২৬

ঘুমানোর পূর্বে পড়ার দুআ..... ২২৬

ঘুমানোর আগে কিছু ওজিফা..... ২৩৭

ঘুম না এলে যে দুআ পড়বে ২৩৯

রাতে পার্শ্ব পরিবর্তন করার সময় এ দুআ পড়বে..... ২৪০

ঘুমের ঘোরে ভয় পেলে.....২৪১

স্বপ্নে ভালো বা মন্দ কিছু দেখলে.....২৪২

রাতে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হলে যে দুআ পড়বে ২৪২

ঘুম থেকে জেগে যা পড়তে হয় ২৪৮

আদব ও ভদ্রতা ২৫০

সালাম আদান-প্রদান.....২৫০

কোনো অমুসলিম সালাম দিলে ২৫০

হাঁচির আদব ও দুআ.....২৫১

অমুসলিমের হাঁচির জবাব ২৫২

আয়নায় চেহারা দেখার দুআ ২৫৩
কাপড় পরার সময় যে দুআ বলবে ২৫৩
নতুন কাপড় পরার সময় ২৫৪
কারও গায়ে নতুন কাপড় দেখলে ২৫৫
কাপড় খোলার সময় বলবে ২৫৭
ভবিষ্যতে কোনো কাজের ইচ্ছাপোষণ করলে ২৫৭
পছন্দনীয় বা অপছন্দনীয় কিছু সামনে এলে ২৫৮
নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের দুআ ২৫৮
সুসংবাদ শুনলে যা পড়বে ২৫৯
বিস্ময় প্রকাশের দুআ ২৬০
অসংযত জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ২৬০
রাগ দমনের দুআ ২৬০
বাজারে গিয়ে যে দুআ পড়বে ২৬১

মজলিসের আদব ও যিকির ২৬৪

যিকির-আযকার ও দরুদ ২৬৪
বৈঠকের মাঝে দুআ করা ২৬৪
অনর্থক কথার ক্ষতিপূরণ ২৬৬
মজলিসে বসে ইস্তিগফার ২৬৬
মজলিস থেকে ওঠার সময় ২৬৭

মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক ২৬৯

সবার সাথে নম্র আচরণ করা ২৬৯
মুমিন সরল প্রকৃতির হয় ২৬৯
মুচকি হাসি দেওয়াটাও সদাকা ২৬৯
চরিত্রবান ও মার্জিত হওয়া ২৬৯

চরিত্রবান হওয়ার দুআ ২৭০
হাদিয়া দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে ২৭১
দাতার জন্য দুআ করা ২৭১
কেউ কষ্টদায়ক কিছু সরিয়ে দিলে ২৭২
কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে ২৭২
কেউ কোনো উপকার করলে ২৭৪
কেউ নিজের সম্পদ পেশ করলে ২৭৫
কেউ যদি দুআ চায় ২৭৫
অনুগ্রহকারীকে কৃতজ্ঞতা জানানো ২৭৬
কুশল জানতে চাওয়া হলে ২৭৬
অপর মুসলিমের প্রশংসা করবে যেভাবে ২৭৭
কারো মুখে নিজের প্রশংসা শুনলে দুআ ২৭৭
আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ২৭৮
আল্লাহর জন্য ভালোবাসার ফজিলত ২৭৯
কেউ মাগফিরাতের জন্য দুআ করলে ২৭৯
কোনো মুসলিমকে হাসতে দেখলে ২৮০

দাম্পত্য জীবনের দুআ ২৮১

বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার আগে ২৮১
নেককার সঙ্গী পেতে চাইলে ২৮২
বিবাহের খুতবা ২৮২
নব-দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানানো ২৮৫
বাসরঘরের দুআ ২৮৬
নববধূর জন্য স্বামী যে দুআ পড়বে ২৮৭
কাপড় খোলার দুআ ২৮৮

স্ত্রী-সহবাসের দুআ.....২৮৮
সুসন্তানের জন্য দুআ করা.....২৮৯
সন্তান প্রসব সহজ হওয়ার আমল.....২৮৯
নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর করণীয়.....২৯১
নবজাতকের জন্য অভিনন্দন.....২৯১
নবজাতককে তাহনিক করা.....২৯২
সন্তানের জন্য দুআ করা.....২৯৩
শিশুদের নিরাপত্তার জন্য দুআ.....২৯৪
নজর লাগার আশঙ্কা হলে.....২৯৫

সফরের নিয়ম ও দুআ.....২৯৭

সফরের প্রস্তুতি শেষে.....২৯৭
বিদায় নেওয়ার দুআ.....২৯৮
বিদায় জানানোর দুআ.....২৯৮
ঘর থেকে বের হওয়ার সময়.....৩০১
বাহনে আরোহণের দুআ.....৩০২
বাহনের ওপর স্থির থাকার দুআ.....৩০৬
নৌযানে আরোহণের দুআ.....৩০৬
সফররত অবস্থায় যিকির করা.....৩০৭
বাহন চলতি পথে হোঁচট খেলে.....৩০৭
সফরে বাহন হারিয়ে গেলে বা সাহায্য প্রয়োজন হলে.....৩০৮
অবাধ্য বাহন থামাতে.....৩০৮
সফরে কোনো রকম বিপদ এলে.....৩০৯
সফরে থাকাকালীন ভোর রাতে.....৩০৯
কোথাও অবতরণ করলে.....৩১০

সফরে থাকাবস্থায় রাত ঘনিয়ে এলে ৩১০
কোনো জনপদ নজরে পড়লে ৩১১
সফর শেষে বাড়ির কাছাকাছি এসে ৩১৩
ঘরে প্রবেশের সময় দুআ ৩১৪
ঘরে প্রবেশের পর ৩১৬
ঘরের লোকেরা যা বলবে ৩১৭

হজের যিকির-আযকার ৩১৮

হজের ফজিলত ৩১৮
কবুল হজের প্রতিদান ৩১৮
তালবিয়া ৩১৮
তালবিয়া শেষে দুআ ৩১৯
মক্কার সীমানায় পৌঁছে যে দুআ পড়বে ৩১৯
কাবাঘরের প্রতি নজর পড়লে দুআ করা ৩২০
তাওয়াফ শুরুর দুআ ৩২১
তাওয়াফ চলাকালীন দুআ ৩২১
হাজরে আসওয়াদের কাছে ৩২২
রুকনে ইয়ামানি এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যখানে ৩২২
রুকনে ইয়ামানি এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝে ৩২৩
মাকামে ইবরাহীমের কাছে নামাজ পড়া ৩২৩
তাওয়াফের নামাজ শেষ করে দুআ ৩২৪
কাবার মুলতাযামে এ দুআ পড়বে ৩২৪
কাবার হাতীমে দুআ করা ৩২৬
কাবাঘরের ভেতরে দুআ করা ৩২৬
সাফা পাহাড়ে যে দুআ পড়বে ৩২৭

সাফা-মারওয়ার মাঝে যে দুআ পড়বে ৩২৯
মিনায় যাওয়ার সময় ৩৩০
আরাফার দিকে যাওয়ার সময় ৩৩০
আরাফার দিনের দুআ ৩৩১
মুযদালিফায় দুআ..... ৩৩৩
মাশআরুল হারামের কাছে ৩৩৩
মিনায় পৌঁছে..... ৩৩৪
কঙ্কর নিক্ষেপের স্থানে দুআ করা ৩৩৫
মাথা মুণ্ডানোর সময়..... ৩৩৬
মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় করণীয় ৩৩৬
হাজীর জন্য দুআ করা ৩৩৮
কুরবানি এবং জবাই সংশ্লিষ্ট দুআ..... ৩৩৯

জিহাদ-সম্পর্কিত বিভিন্ন দুআ ৩৪১

জিহাদে রওনা হলে..... ৩৪১
বাহিনীকে এগিয়ে দেওয়ার সময় ৩৪১
জিহাদের ময়দানে দুআ করা..... ৩৪২
জিহাদের ময়দানে সংকেত ব্যবহার ৩৪৫
শত্রুর মুখোমুখি হলে যে দুআ পড়বে ৩৪৬
শত্রুর অঞ্চলে প্রবেশের সময় ৩৪৬
ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিলে ৩৪৬
জখম হলে যে দুআ পড়বে ৩৪৭
শত্রুবাহিনী পিছু হটলে ৩৪৭

গোনাহ থেকে মুক্তির উপায় ৩৫১

গোনাহ হয়ে গেলে করণীয়..... ৩৫১

ভয়ঙ্কর গুনাহ থেকে মাফ পাওয়ার দুআ ৩৫২
সাগরের ফেনা পরিমাণ গুনাহ থেকে মুক্তির আমল ৩৫৩
সকল গুনাহ থেকে মাফ চাওয়া ৩৫৪
ক্ষমা চাইতে থাকা ৩৫৫
আল্লাহর দরবারে রোনাজারি ৩৫৬
গুনাহ থেকে বাঁচার দুআ ৩৫৭
তাওবার আলোচনা ৩৫৯
তাওবা কবুলের মিনতি ৩৬০
গুনাহ মাফের পাঁচটি বাক্য ৩৬৪
ফেরেশতা জিবরীলের শেখানো দুআ ৩৬৪
গুনাহ মাফের কয়েকটি দুআ ৩৬৫
প্রতিনিয়ত ইস্তিগফার করা ৩৬৭
সাইয়িদুল ইস্তিগফার ৩৬৮
মজলিসে বসে ইস্তিগফার ৩৬৯
ওজুর শেষে ইস্তিগফার ৩৭১
ইফতারের সময় ইস্তিগফার ৩৭২
লাইলাতুল কদরে ইস্তিগফার ৩৭২
অসুস্থ অবস্থায় ইস্তিগফার ৩৭৩
মৃত্যুশয্যায় ইস্তিগফার ৩৭৪
মুমিন নর-নারীর জন্য ইস্তিগফার ৩৭৪
কুরআনে বর্ণিত কিছু তাওবা ও ইস্তিগফার ৩৭৫

শয়তান থেকে বাঁচার পথ ৩৮০

প্রতিটি মানুষের পেছনেই শয়তান লেগে থাকে ৩৮০
শয়তান থেকে বেঁচে থাকা ৩৮০

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইব যেভাবে..... ৩৮১
হাদীসে বর্ণিত দুআ ৩৮২
নাপাক জায়গায় প্রবেশের আগে দুআ পড়া ৩৮২
বাইরে বের হওয়ার আগে সতর্কতা..... ৩৮৩
মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় ৩৮৪
সফরকালে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার উপায় ৩৮৪
শয়তান তাড়ানোর একটি বিশেষ ওজিফা ৩৮৫
শয়তানের দোসরদের থেকে বাঁচার দুআ ৩৮৬
ঘুমানোর সময় শয়তান থেকে পানাহ চাওয়া ৩৮৮
ঘুমের সময় শয়তান ভয় দেখালে করণীয় ৩৮৮
সংশয় দেখা দিলে..... ৩৮৯
গাধা এবং কুকুরের ডাক শুনলে ৩৮৯
ফজরের নামাজ মিস না করা ৩৯০
সকালে এই দুআ পড়া..... ৩৯০
শয়তানকে মাছির মতো ছোট বানানোর আমল..... ৩৯১
ঘর থেকে শয়তান তাড়ানোর উপায়..... ৩৯২
আয়াতুল কুরসী পাঠ করা ৩৯২

বিপদের সময় করণীয়..... ৩৯৩

বিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা..... ৩৯৩
বিপদকালে যেসব দুআ পড়তে হয়..... ৩৯৪
যা পড়লে দুআ কবুল হয়..... ৩৯৯
কঠিন বিষয় সহজ করার দুআ..... ৪০০
ছোট-বড় যে-কোনো মুসিবত এলে..... ৪০০
বিপদ দূর করার জন্য বলতে হবে..... ৪০১

মানসিক চাপে পড়লে..... ৪০১
বিপদগ্রস্ত কাউকে দেখলে.....৪০৩
ডিপ্রেশন দূর করার দুআ.....৪০৩
কোনো বিষয়ে বিচলিত হলে.....৪০৬
কিছু হারিয়ে গেলে..... ৪০৭
শাসকের অনিষ্ট থেকে বাঁচার দুআ.....৪০৮
আতঙ্ক বোধ করলে বা ঘাবড়ে গেলে.....৪১১
একাকীত্বের ভীতি দূর করতে..... ৪১৩

জীবন-জীবিকার দুআ ৪১৪

নিজের ইনকামে তুষ্ট থাকা.....৪১৪
সচ্ছল ও স্বাবলম্বী হওয়ার দুআ.....৪১৪
আল্লাহর কাছে জীবনোপকরণ চাওয়া..... ৪১৬
শেষ বয়সে রিযিকের পেরেশানি থেকে মুক্তি ৪১৭
ইনকামে বরকত হওয়ার দুআ.....৪১৭
অভাবমুক্ত জীবন কামনা করা..... ৪১৮
সফল হওয়ার দুআ.....৪১৯
নির্মল জীবনের দুআ.....৪২১
দৃঢ়পদ ও সত্যবাদী হওয়ার দুআ.....৪২২
কাজের অনিষ্ট থেকে পানাহ..... ৪২৩
খারাপ সহকর্মী বা প্রতিবেশী থেকে বাঁচার দুআ..... ৪২৩
কর্মক্ষেত্রের সকল অনিষ্ট থেকে বাঁচার আমল.....৪২৪
সবক্ষেত্রে ধৈর্যশীল হব যেভাবে..... ৪২৫
কৃষিজমিতে বরকত পাওয়ার দুআ..... ৪২৫
অবাধ্য বাহন বা পশুকে বাধ্য করার দুআ..... ৪২৬

মন্দ স্বভাব থেকে মুক্তি কামনা করা..... ৪২৬
অলসতা, অক্ষমতা, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে বাঁচার দুআ ৪২৭
দুর্বলতাকে শক্তিতে পরিণত করা ৪২৯
ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও খিয়ানত থেকে আশ্রয় ৪২৯
নিয়ামত বহাল রাখার দুআ.....৪৩০
ঋণদাতার জন্য দুআ ৪৩১
ঋণ পরিশোধ করার আমল ৪৩২

বিভিন্ন মৌসুমের আমল ৪৩৭

গ্রীষ্মের প্রখরতায় ৪৩৭
কনকনে ঠান্ডার দিনে.....৪৩৮
অনাবৃষ্টিতে দুআ ৪৩৯
আকাশে মেঘ জমলে.....৪৪১
ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হলে ৪৪২
প্রলয়ংকরী ঝড়-তুফানের সময় ৪৪৪
বজ্রপাতের আওয়াজ শুনলে ৪৪৪
অতিবৃষ্টিতে ক্ষতির আশঙ্কা হলে..... ৪৪৬
বৃষ্টি থামলে যা পড়তে হয় ৪৪৭
সূর্যগ্রহণের সময় করণীয়..... ৪৪৮
মৌসুমের প্রথম ফল সামনে এলে..... ৪৪৮
তারকা খসে পড়তে দেখলে ৪৪৯
চাঁদের পানে তাকিয়ে ৪৪৯
নতুন চাঁদ দেখে যে দুআ পড়বে.....৪৫০
চারটি সম্মানিত মাস ৪৫২
মুহাররম মাসের ফজিলত..... ৪৫২

আশুরার দিন..... ৪৫৩
শাবান মাসে করণীয়..... ৪৫৪
মধ্য শাবানের ফজিলত..... ৪৫৪
রমজান মাসের আমল..... ৪৫৪
জান্নাত চাওয়া ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার দুআ..... ৪৫৬
তারাবী ও তাহাজ্জুদ আদায়..... ৪৫৬
রমজানের শেষ দশক..... ৪৫৬
লাইলাতুল কদর..... ৪৫৭
রমজানে দানশীলতা এবং তিলাওয়াত..... ৪৫৮
শাওয়াল মাসের রোজা..... ৪৫৮
যিলহজের প্রথম দশকের ফজিলত..... ৪৫৯
এই দশকের আমল..... ৪৫৯
আরাফার দিন..... ৪৬০
কুরবানির দিন..... ৪৬১
ঈদের দিন..... ৪৬১
সোম ও বৃহস্পতিবারের আমল..... ৪৬১
জীবনের পড়ন্ত বেলায়..... ৪৬২

বিশাল নেকির ভাণ্ডার..... ৪৬৪

এক হাজার গুনাহ মাফের আমল..... ৪৬৪
দশ লক্ষ নেকির দুআ..... ৪৬৪
একটি দুআ, অসংখ্য ফজিলত..... ৪৬৫
সমস্ত যিকিরের চেয়ে উত্তম যিকির..... ৪৬৭
সর্বোত্তম দুআ ও যিকির..... ৪৬৮
সবার চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার দুআ..... ৪৬৯

প্রথম কাতারে নামাজ পড়ার ফজিলত..... ৪৭০
যে দুআ পড়লে ফেরেশতারা পাহাড়া দেবে..... ৪৭০
কিয়ামতের দিন যে দুআ কাজে আসবে.....৪৭১
ফেরেশতারা সওয়াব লেখার প্রতিযোগিতা করে.....৪৭১
সব ধরনের মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকার দুআ.....৪৭২
যে ছোট্ট দুআটিই যথেষ্ট ৪৭৩
জান্নাতের যে-কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করার দুআ ৪৭৩
বিশাল ফজিলতপূর্ণ কিছু ওজিফা ৪৭৪
সকল সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে ৪৭৭
নবিজির সমস্ত দুআর সারনির্যাস.....৪৭৭

রোগব্যাধির ঝাড়ফুঁক ও শিফা ৪৭৯

প্রতিটি রোগের নিরাময় আছে..... ৪৭৯
অসুস্থ হলে গুনাহ মাফ হয়..... ৪৭৯
মহামারি ও দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে বাঁচার দুআ..... ৪৭৯
অসুস্থ রোগী যা পড়বে ৪৮১
রোগীকে দেখতে যাওয়ার ফজিলত..... ৪৮২
অসুস্থ রোগীর জন্য দুআ ৪৮২
রোগীকে ঝাড়ফুঁক করার দুআ ৪৮৫
ফোঁড়া বা জখম হলে যে দুআ পড়বে ৪৯১
কোথাও ব্যথা অনুভূত হলে.....৪৯২
সাধারণ জ্বর হলে করণীয়..... ৪৯৪
আগুনে পুড়ে গেলে এ দুআ করবে..... ৪৯৫
চোখ উঠলে যে দুআ পড়বে ৪৯৫
পা ঝিনঝিন করলে ৪৯৬

হিজামার সময় এ দুআ পড়বে ৪৯৬
ঝাড়ফুঁকের ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহা ৪৯৬
বিচ্ছু দংশন করলে ৪৯৭
উন্মাদ রোগীকে ঝাড়ফুঁক করা ৪৯৮
উন্মাদের চিকিৎসায় সূরা ফাতিহা ৫০৫
সাইকোলজিক্যাল সমস্যায় করণীয় ৫০৬
জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ৫০৭
মধুর উপকারিতা ৫১৩
পেটের পীড়ায় মধু ৫১৩
কালোজিরা এক মহৌষধ ৫১৩
জমজমের পানি খেলে ইচ্ছাপূরণ হয় ৫১৪
বৃষ্টির পানি গায়ে মাখা ৫১৫
চন্দন কাঠের উপকারিতা ৫১৫
জয়তুন দিয়ে চিকিৎসা ৫১৬
ঔষধ হিসেবে মেহেদি ৫১৬
হিজামার উপকারিতা ৫১৬
শিফা-সংক্রান্ত আয়াত ৫১৭
আয়াতুস সাকিনাহ (প্রশান্তির আয়াত) ৫১৯

কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন দুআ ৫২৩

মহামহিম আল্লাহর প্রশংসা ৫২৩
দৃঢ় আস্থা নিয়ে দুআ করা ৫২৫
আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ৫২৫
আখিরাত-সংশ্লিষ্ট দুআ ৫২৬
ঈমান ও হিদায়াত প্রার্থনা ৫৩০

দয়া ও কল্যাণ চাওয়া ৫৩৩
পরিবার ও পারিবারিক জীবন ৫৩৮
বিভিন্ন বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ৫৪২
আল্লাহর কাছে ধৈর্য চাওয়া ৫৪৬
ইলম-সংক্রান্ত দুআ ৫৪৭
কুরআনে বর্ণিত ৪০টি রব্বানা ৫৪৮
অন্যান্য দুআ ৫৬১

হাদীসে বর্ণিত জীবনঘনিষ্ঠ দুআ ৫৬৪

নিয়মিত পড়ার দুআ ৫৬৪
অর্থ: যে দুআ নবিজি সবচেয়ে বেশি করতেন ৫৬৮
দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার দুআ ৫৬৯
সংশয়বাদী হওয়া থেকে বাঁচার উপায় ৫৭১
শিরক থেকে মুক্ত থাকার আমল ৫৭৩
কোনো বিষয়কে শুভ বা অশুভ মনে করা ৫৭৩
অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে ফেললে তার কাফফারা ৫৭৪
গাইরুল্লাহর নামে শপথ করে ফেললে করণীয় ৫৭৫
মোরগ, গাধা এবং কুকুরের ডাক শুনলে ৫৭৫
খারাপ বিষয় থেকে পানাহ ৫৭৫
শত্রুর বিরুদ্ধে দুআ ৫৮১
শোকরগুজার ও ধৈর্যশীল হওয়ার আমল ৫৮২
উপকারী জিনিস প্রার্থনা করা ৫৮৩
ঈমান ও ইয়াকিন মজবুত করার দুআ ৫৮৪
জুলুম-অত্যাচার থেকে বাঁচার দুআ ৫৮৫
হিদায়াতের দুআ ৫৮৬

বিভিন্ন ফিতনা থেকে বাঁচার দুআ ৫৯২
কুফরি থেকে বাঁচার দুআ ৫৯৫
আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাইলে ৫৯৬
আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাওয়া ৫৯৮
শত্রুর বিরুদ্ধে দুআ ৬০০
শহীদি মৃত্যুর দুআ ৬০০
কবরের আযাব ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার দুআ ৬০১
জান্নাতে প্রবেশ করার দুআ ৬০২
জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর চাওয়া ৬০৫

বিভিন্ন সূরার ফজিলত ৬০৭

কুরআন পাঠের ফজিলত ৬০৭
সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার ফজিলত ৬১০
আয়াতুল কুরসীর ফজিলত ৬১১
সূরা আলি ইমরান ৬১২
সূরা কাহফ ৬১২
সূরা ফাতহ-এর ফজিলত ৬১৩
সূরা ইয়াসীন ৬১৩
সূরা ওয়াকিয়া ৬১৩
সূরা মুলক ৬১৪
সূরা সাজদা ৬১৪
সূরা ইখলাস ৬১৫
সূরা ফালাক এবং সূরা নাস ৬১৬
তিন কুল ৬১৬

বিভিন্ন সূরা ও আয়াতশেষে করণীয় ৬১৮

রহমত ও আযাবের আয়াত এলে ৬১৮

সূরা আর-রাহমান ৬১৮

সূরা কিয়ামাহ ৬১৮

সূরা মুরসালাত ৬১৯

সূরা আলা ৬১৯

সূরা তীন ৬১৯

আল্লাহ তাআলার পবিত্র নামসমূহ ৬২০

আল্লাহকে সুন্দর নামে ডাকা ৬২০

তাঁর নামের ওসিলা দিয়ে দুআ করা ৬২০

দুআর শুরুতে আল্লাহর নাম ধরে প্রশংসা ৬২১

যেসব শব্দ দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করা যায় ৬২৩

হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার নামসমূহ ৬২৫

নবিজির ওপর দরুদ ও সালাম ৬৩১

মহান আল্লাহর নির্দেশ ৬৩১

দরুদ পাঠের ফজিলত ৬৩১

আযানের পর দরুদ পাঠ ৬৩২

কতটুকু সময় দরুদের জন্য বরাদ্দ থাকবে ৬৩২

আমলের দিক থেকে যে ব্যক্তি কৃপণ ৬৩৩

আমাদের দরুদ নবিজির কাছে পৌঁছে যাবে ৬৩৩

দুআ কবুলের মাধ্যম ৬৩৩

নবিজির শাফায়াত পাওয়ার উপায় ৬৩৪

দরুদ পাঠ না করলে দুআ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে ৬৩৪

জান্নাতের পথ ভুলে গেল কে ৬৩৫

মাসনুন দরুদ ৬৩৫

মৃত্যু এবং তার পরবর্তী অবস্থার দুআ ৬৪২

মৃত্যু কামনা না করা ৬৪২
মৃত্যুশয্যায় যে দুআ পড়বে ৬৪৩
মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে যে দুআ পড়বে ৬৪৪
মুমূর্ষু ব্যক্তি যে দুআ পড়বে ৬৪৪
মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করে দিয়ে যে দুআ পড়বে ৬৪৪
মৃত ব্যক্তির কাছে বসে যে দুআ পড়বে ৬৪৫
কারও মৃত্যুর সংবাদ শুনলে যে দুআ পড়ব ৬৪৬
ইসলামের শত্রুর মৃত্যুসংবাদ শুনে বলবে ৬৪৬
মৃত ব্যক্তির স্বজনরা কী করবে ৬৪৭
কাছের কেউ মারা গেলে ধৈর্যধারণ করা ৬৪৭
মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সমবেদনা জানানো ৬৪৮
সান্ত্বনা জানিয়ে নবিজি যা বলেছেন ৬৫০
মৃত ব্যক্তির ভালো দিক উল্লেখ করা ৬৫১
প্রয়াত মানুষকে গালমন্দ না করা ৬৫১
জানাযায় অংশ নেওয়ার ফজিলত ৬৫২
জানাযা নামাজের নিয়ম ৬৫২
জানাযার নামাজের দুআ ৬৫৩
নাবালেগের জানাযায় কী পড়ব ৬৫৮
মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় ৬৬০
দাফনের পরে ব্যক্তিগতভাবে দুআ করা ৬৬১
কবর যিয়ারতের দুআ ৬৬২

উচ্চারণ নির্দেশিকা

বাংলা উচ্চারণকে মূল আরবির কাছাকাছি করতে আমাদের কিছু প্রয়াস—

আরবী হরফ	বাংলা প্রতিবর্ণ	উদাহরণ
যবরযুক্ত আইন - عَ	‘আ	عَيْنٍ —‘আইনিন
যেরযুক্ত আইন - عِ	‘ঈ	عِلْمِكَ —‘ঈল্‌মিকা,
পেশযুক্ত আইন - عُ	‘ঊ	يَنْفَعُ —ইয়ান্‌ফা‘ঊ
জযমযুক্ত আইন - عْ	বাম ঊর্ধ্ব কমা - ‘	مَنَعْتَ —মানা‘তা
জযমযুক্ত হামযা (أْ)	ডান ঊর্ধ্ব কমা - ’	يَشَأْ —ইয়াশা’
জযমযুক্ত হামযা (ؤْ)	ডান ঊর্ধ্ব কমা - ’	الْمُؤْمِنُ —আল্‌ মু’মিনু
জযমযুক্ত হামযা (ئْ)	ডান ঊর্ধ্ব কমা - ’	شِئْتَ —শি’তা
ح	হ্	رَحْمَةُ —রহ্‌মাতু مُحَمَّدًا —মুহ্‌াম্মাদান
ص	স্ব	صَلِّ —স্বল্লি
ض	দ্ব	اَرْضِ —আর্‌দ্বি
ط	ত্ব	فَطَرَ —ফাত্বর
ق	ক্ব	رَزَقَكَ —রযাক্বকা
দীর্ঘ ধ্বনি (মাদ)	হাইফেন (-)	كِتَاب —কিতা-ব مُقِيْم —মুক্বী-ম شُهُوْرِهِمْ —শুহূ-রিহিম
	দীর্ঘ ঈ-কার	نُسُكِيْ —নুসুকী
	দীর্ঘ ঊ-কার	قُوْلُوْا —কূ-লূ
সাকিন বা জযম (ْ)	হস চিহ্ন ‘ ্ ’	رَبِّ اغْفِرْ —রব্বিগ্‌ফির্‌

প্রাত্যহিক দুআ ও যিকির

টয়লেটে ঢোকার সময়

[১০৭] আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেছেন, টয়লেটে ঢোকার সময় নবি ﷺ বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊ-যু বিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খবা-ইছ।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! পুরুষ এবং মহিলা শয়তানের অনিষ্ট হতে আপনার কাছে আমি আশ্রয় চাচ্ছি।'[১২৬]

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় مِنَ الْخُبُثِ (মিনাল খুবুছি) এর জায়গায় مِنَ الْخُبُثِ (মিনাল খুবছি) এসেছে।[১২৭]

[১০৮] আরেক বর্ণনায় দুআটি এসেছে এইভাবে :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

উচ্চারণ : আ'ঊ-যু বিল্লা-হি মিনাল খুবছি ওয়াল খবা-ইছ।

অর্থ : 'পুরুষ এবং মহিলা শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে আমি আশ্রয় চাচ্ছি।'[১২৮]

---

[১২৬] সহীহুল বুখারি, হাদীস নং: ৪২; সহীহ
[১২৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৩৭৫, সহীহ
[১২৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৩৭৫, সহীহ

[১০৯] অন্য বর্ণনাতে এসেছে,

بِسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊ-যু বিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খবা-ইছ।

অর্থ : 'আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ! পুরুষ এবং মহিলা শয়তানের অনিষ্ট হতে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।'[১২৯]

[১১০] আলি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জিনদের চোখ এবং আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মাঝে পর্দা হলো, টয়লেটে ঢোকার পূর্বে بِسْمِ اللّٰهِ বলা।'[১৩০]

টয়লেট খোলামেলা হোক বা দেয়ালঘেরা, দুআর ক্ষেত্রে কোনো তফাত নেই। তবে দুআ অবশ্যই ঢোকার আগে পড়তে হবে। টয়লেটে ঢুকে দুআ করা যাবে না।

টয়লেট থেকে বের হওয়ার পর

[১১১] আয়িশা ﷺ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ টয়লেট থেকে বের হয়ে বলতেন,

غُفْرَانَكَ

উচ্চারণ : গুফ্‌র-নাকা।

অর্থ : '(হে আল্লাহ!) আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি।'[১৩১]

[১১২] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, টয়লেট থেকে বের হয়ে নবি ﷺ বলতেন,

---

[১২৯] মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবা, হাদীস নং: ৫; আল মুজামুল আওসাত, হাদীস নং: ২৮০৩, গরীব

[১৩০] সুনানুত তিরমিজি, হাদীস নং: ৬০৬, সহীহ

[১৩১] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং: ৩০; সুনানুত তিরমিজি, হাদীস নং: ৭, হাসান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّیْ الْاَذٰی وَعَافَانِیْ

উচ্চারণ : আলহাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী আয্হাবা 'আন্নিল আযা- ওয়া 'আ-ফা-নী।

অর্থ : 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করে দিয়ে আমাকে সুস্থ রেখেছেন।'[১৩২]

গোসলখানায় ঢোকার সময়

[১১৩] আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মুসলিমরা যাতায়াত করে, এমন গোসলখানা খুব উত্তম স্থান। সুতরাং সেখানে ঢোকার সময় আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রার্থনা করবে।'[১৩৩]

ওজুর শুরুতে যে দুআ পড়বে

[১১৪] আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি (ওজুর শুরুতে) আল্লাহর নাম স্মরণ করে না, তার ওজু (পূর্ণ) হয় না।'[১৩৪]

⇨ এই হাদীস অনুযায়ী ওজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব।

ওজু শেষ করার পর

[১১৫] উমর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে ওজু করে (এই দুআ) পাঠ করবে :

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ

---

[১৩২] আস সুনানুল কুবরা, লিন নাসায়ি, হাদীস নং: ৯৮২৪; সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং: ৩০০, যয়ীফ। এ সম্পর্কে শায়েখ বিন বায ﷺ বলেছেন, হাদীসটি যয়ীফ হতে পারে তবে দুআটি পড়তে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ তা একটি উত্তম কথা এবং উত্তম যিকির।

[১৩৩] ইবনুস সুন্নি, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, হাদীস নং: ৩১৫, ইবনু আবদিল বার ﷺ বলেছেন, মূলত হাদীসটি মাওকুফ।

[১৩৪] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং: ১০১, সনদ গ্রহণযোগ্য

উচ্চারণ : আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান ‘আব্‌দুল্লা-হি ওয়া রসূ-লুহ।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই। আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে যাবে। যে দরজা দিয়ে তার ইচ্ছা, সেটা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[১৩৫]

[১১৬] ইমাম তিরমিজিও উমর ﷺ-এর বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। তবে সে বর্ণনাতে নিম্নোক্ত অংশটুকু বেশি এসেছে :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাজ‘আল্‌নী মিনাত তাউওয়াবী-না, ওয়াজ্‌‘আল্‌নী মিনাল মুতাত্বহ্‌হিরী-ন।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে বেশি বেশি তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাকে শামিল করুন ভালোমতো পবিত্রতা অর্জনকারীদের দলে।[১৩৬]

[১১৭] আবু সাঈদ ﷺ নবি ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘যে ব্যক্তি ওজু করে এ দুআ পড়বে :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وبِحَمْدِكَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

উচ্চারণ : সুব্‌হা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা, আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা, আসতাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূ-বু ইলাইক।

[১৩৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৩৪, সহীহ
[১৩৬] সুনানুত তিরমিজি, হাদীস নং: ৫৫, সহীহ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা-সহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি ও তাওবা করছি।

তা একটি কাগজে লিখে সিলগালা করে দেওয়া হবে, যা কিয়ামতের আগে কখনোই খোলা হবে না।'[১৩৭]

[১১৮] আবু মূসা আশআরী ﷺ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমি এলাম। তখন তিনি ওজু করছিলেন। তাঁকে আমি এ দুআ করতে শুনলাম,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ، وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির্ লী যাম্বী, ওয়া ওয়াস্‌সি' লী ফী দা-রী, ওয়া বা-রিক লী ফী রিয্‌ক্বী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার ঘর প্রশস্ত করে দিন এবং আমার রিযিকে বরকত দান করুন।[১৩৮]

তাহিয়্যাতুল ওজু

ওজু করার পর ওজুর অঙ্গগুলো শুকিয়ে যাওয়ার আগেই দুই রাকাত নামাজ পড়া মুস্তাহাব। এই নামাজকে 'তাহিয়্যাতুল ওজু' বলে। নামাজের নিষিদ্ধ এবং মাকরুহ ওয়াক্ত ছাড়া অন্য যে-কোনো সময় এই নামাজ পড়া যায়।

[১১৯] উকবা ইবনু আমির ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, 'কোনো মুসলিম যদি সুন্দরভাবে ওজু করে এরপর নিজের তনুমন নামাজের দিকে ফিরিয়ে এবং নামাজে কী পাঠ করছে তা জেনে-বুঝে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে, তাহলে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সে যেন

---

[১৩৭] নাসায়ি, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, হাদীস নং: ৮১

[১৩৮] ইবনুস সুন্নি, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, হাদীস নং: ২৮; নাসায়ি, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, হাদীস নং: ৮০। ইবনুস সুন্নি ﷺ হাদীসটি ওজুর মাঝে দুআ করা সংক্রান্ত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন এবং নাসায়ি ﷺ উল্লেখ করেছেন ওজু পরবর্তী দুআ সংক্রান্ত আলোচনাতে। হাদীসটির সনদ হাসান।

নামাজের যিকির-আযকার

মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময়

[১২৪] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, 'ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কেউ যখন এ দুআ পড়ে :

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হি তাওয়াক্কাল্‌তু আলাল্লা-হ, লা- হাওলা ওয়া লা- কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ।

অর্থ : আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, আল্লাহর ওপর ভরসা করছি। আল্লাহ ছাড়া কারও কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই।

তখন (আল্লাহর পক্ষ থেকে) বলা হয়, তুমি তো হিদায়াত পেয়ে গিয়েছো, বিপদাপদ থেকে তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে এবং এই দুআ তোমার জন্য যথেষ্ট। শয়তান তখন তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। শয়তান সেসময় অন্য শয়তানকে বলে, যে হিদায়াত পেয়েছে, এই দুআ যার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে এবং বিপদ-আপদ থেকে যাকে রক্ষা করা হয়েছে, তার নাগাল তুমি কিভাবে পাবে?'[১৪৩]

পথিমধ্যে যে দুআ পড়বে

[১২৫] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন, মুআযযিন আযান দিলে নবি ﷺ নামাজের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন তিনি বলছিলেন,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ

[১৪৩] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং: ৫০৯৫, হাসান

سَمْعِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوْرًا، وَمِنْ اَمَامِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا، وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُوْرًا، وَمِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا، وَاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাজ্‌'আল্ ফী ক্বল্‌বী নূ-র-, ওয়া ফী লিসা-নী নূ-র-, ওয়াজ্‌'আল্ ফী সাম্‌'ঈ নূ-র-, ওয়াজ্‌'আল্ ফী বাসরী নূ-র-, ওয়াজ্‌'আল্ মিন খল্‌ফী নূ-র-, ওয়া মিন আমা-মী নূ-র-, ওয়াজ্‌'আল্ মিন ফাওক্বী নূ-র-, ওয়া মিন তাহ্‌তী নূ-র-, আল্লা-হুম্মা আ'ত্বিনী নূ-র-, ওয়া মিন তাহ্‌তী নূ-র-, ওয়া 'আইয়্যামী-নী নূ-র-, ওয়া 'আন শিমা-লী নূ-র-, ওয়া মিন বাইনি ইয়াদাইয়্যা নূ-র-, ওয়া মিন খল্‌ফী নূ-র-, ওয়াজ্‌'আল্ ফী নাফ্‌সী নূ-র-, ওয়া আ'যিম লী নূ-র-।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দান করুন, আমার জিহ্বায় নূর দান করুন, আমার কানে নূর দান করুন, আমার চোখে নূর দান করুন, আমার পেছনে নূর দান করুন, আমার সামনে নূর দান করুন, আমার ওপরে নূর দান করুন, আমার নিচে নূর দান করুন। হে আল্লাহ! আমাকে নূর দিয়ে দিন। আমার নিচে নূর দান করুন, নূর দান করুন আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে নূর দান করুন, আমার সামনে থেকে নূর দান করুন, আমার অন্তরে নূর দান করুন এবং আমাকে নূর দিয়ে ভরপুর করে দিন।'[১৪৪]

[১৪৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৭৬৩, সহীহ

মসজিদে প্রবেশ এবং বের হওয়ার আদব

[১২৬] মসজিদে প্রবেশের সুন্নত পাঁচটি।

⇨ বিসমিল্লাহ পড়া,

⇨ দরুদ শরিফ পড়া,

⇨ দুআ পড়া। এ তিনটি একসাথে পড়া যায় এভাবে :

بِسْمِ اللّٰهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰه، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হি, ওয়াস্‌ সলা-তু ওয়াস্‌ সালা-মু ‘আলা-রসূ-লিল্লাহ, আল্লা-হুম্মাফ্‌তাহ্‌ লী আব্‌ওয়া-বা রহ্‌মাতিক।

অর্থ : আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি), দরুদ এবং সালাম (বর্ষিত হোক) আল্লাহর রাসূলের ওপর। হে আল্লাহ! আপনার রহমতের দরজাগুলো আমার জন্য খুলে দিন।

⇨ ডান পা আগে দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা এবং

⇨ মসজিদে প্রবেশের সময় ইতিকাফের নিয়ত করা।

[১২৭] মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নত চারটি।

⇨ বিসমিল্লাহ পড়া,

⇨ দরুদ শরিফ পড়া,

⇨ দুআ পড়া। এ তিনটি একসাথে পড়া যায় এভাবে :

بِسْمِ اللّٰهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰه، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হি, ওয়াস্‌ সলা-তু ওয়াস্‌ সালা-মু ‘আলা-রসূ-লিল্লাহ, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন ফাদ্‌লিক।

অর্থ : আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি), দরুদ এবং শান্তি (বর্ষিত হোক) আল্লাহর রাসূলের ওপর, হে আল্লাহ! আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ আমি প্রার্থনা করছি।

➪ মসজিদের বাইরে বাম পা আগে রাখা।

[১২৮] আবু হুমাইদ ﵁ অথবা আবু উসাইদ ﵁ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে নবির ওপর দরুদ পড়বে, তারপর এই দুআ পড়বে :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ،

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাফ্‌তাহ্ লী আব্‌ওয়া-বা রহ্‌মাতিক।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার রহমতের দরজাগুলো আমার জন্য খুলে দিন।

[১২৯] আর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় পড়বে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন ফাদ্বলিক।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ কামনা করি।'[১৪৫]

[১৩০] আবু হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মসজিদে প্রবেশের সময় তোমরা নবির প্রতি দরুদ পড়ার পরে বলবে :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ،

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাফ্‌তাহ্ লী আব্‌ওয়া-বা রহ্‌মাতিক।

[১৪৫] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং: ৪৬৫; সুনানুন নাসায়ি, হাদীস নং: ৭২৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ৭১৩। সবগুলি হাদীসের সনদই সহীহ। তবে সহীহ মুসলিমের বর্ণনাতে প্রথমে নবি ﷺ-এর ওপর দরুদ পড়ার কথা নেই।

আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ বলা। এ সংখ্যা মুখে হবে ১০০ বার কিন্তু মিজানের পাল্লায় হবে ১০০০।'

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (এই ওজিফা) হাতের আঙুল দিয়ে গণনা করতে দেখেছি। সাহাবিগণ জানতে চেয়েছিলেন, বিষয় দুটো সহজ হওয়া সত্ত্বেও আমলকারীর সংখ্যা কম কেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বলেন, 'বিছানায় ঘুমাতে গেলে সেটা বলার আগেই শয়তান ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আর নামাজের ক্ষেত্রে সেগুলো বলার আগেই শয়তান এসে বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (ফলে আর আমল করা হয়ে ওঠে না।)[২৪০]

[২২৪] উকবা ইবনু আমির ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রত্যেক নামাজের পর 'মুআউয়িযাত' পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন।[২৪১]

⇨ 'মুআউয়িযাত' অর্থ সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস।[২৪২]

দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি চাওয়া

[২২৫] আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষে মাথায় ডান হাত বুলিয়ে বলতেন,

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ، اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّىْ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হিল্লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়ার্ রহ্‌মা-নুর্ রহী-ম। আল্লা-হুম্মা আয্‌হিব 'আন্নিল্ হাম্মা ওয়াল্ হ্যান।

অর্থ : 'আল্লাহর নামে, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। (তিনি) অত্যন্ত দয়ালু, মেহেরবান। হে আল্লাহ! আমার দুশ্চিন্তা এবং দুঃখ আপনি দূর করে দিন।'[২৪৩]

---

[২৪০] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং: ৫০৬৫, সহীহ

[২৪১] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং: ১৫২৩; সুনানুত তিরমিজি, হাদীস নং: ২৯০৩, সহীহ।

[২৪২] ফাতহুল বারি: ৯/৬২

[২৪৩] মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস নং: ১৬৯৭১, হাইসামি ﷺ বলেছেন, এই হাদীসের সনদে

কবরের আযাব ও জাহান্নাম হতে পানাহ

[২২৬] আয়িশা ﵂ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাজের পরে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ، وَمِيكَائِيْلَ، وَاِسْرَافِيْلَ، اَعِذْنِيْ مِنْ حَرِّ النَّارِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রব্বা জিবরী-লা, ওয়া মী-কা-ঈলা, ওয়া ইস্‌র-ফী-লা, আ'ঈয্‌নী মিন হ্বার্‌রিন্‌ না-রি, ওয়া মিন 'আযা-বিল ক্বব্‌র।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! হে জিবরীল, মিকাঈল এবং ইসরাফীলের রব! জাহান্নামের উত্তাপ এবং কবরের আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করুন।'[২৪৪]

বিভিন্ন ফিতনা থেকে আশ্রয়

[২২৭] সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﵁ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের পরে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে দুআ করতেন এভাবে,

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊ-যু বিকা মিনাল জুব্‌নি, ওয়া আ'ঊ-যু বিকা আন উরদ্দা ইলা- আর্‌যালিল 'উমুর, ওয়া আ'ঊ-

---

একজন ব্যক্তি রয়েছেন যাকে অনেকে দুর্বল বললেও একাধিক ব্যক্তি তাকে আস্থাভাজন বলেছেন। অন্য বর্ণনাতে মাথায় ডান হাত বুলানোর পরিবর্তে কপালের কথা এসেছে। [মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস নং: ১৬৯৭২, হাইসামি ﵀ এ বর্ণনা সম্পর্কেও একই কথা বলেছেন।]

[২৪৪] আল মুজামুল আওসাত, হাদীস নং: ৩৮৫৮, সহীহ